যুগান্তর

21 MAR 2017

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল

ভুয়া সনদে চাকরি করছেন ৩৪ শিক্ষক!

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক আ. সালাম খানের বিএড সনদ ভুয়া। একজন অভিভাবকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সরেজমিন তদন্ত চালিয়ে এ প্রমাণ পেয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে তদন্ত প্রতিবেদনটি সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে মাউশি।

মাউশির তদন্তে এক শিক্ষকের সনদ ভুয়া প্রমাণিত

ছয় পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে বলা হয়, সনদ বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগে উচ্চ আদালতের আদেশে বন্ধ করা বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উল্লিখিত শিক্ষক উচ্চতর স্কেলে বেতন প্রাপ্তির জন্য বিএড ডিগ্রি নিয়েছেন। এই ডিগ্রির সনদের ওপর ভিত্তি করে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে তার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি।

ভুয়া সনদে নিয়োগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কয়েক দিন আগে সালাম খান যুগান্তরকে বলেন, স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বিধিসম্মতভাবে তিনি ডিগ্রি করেছেন। তার মতো আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের আরও শতাধিক শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠান থেকে এই ডিগ্রি নিয়েছেন। পরে অবশ্য যুগান্তরের অনুসন্ধানে ৩৪ জনের একই ধরনের সনদে চাকরি বা উচ্চতর স্কেল নেয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আ. সালামের এসএসসি থেকে মাস্টার্সের সনদ সঠিক। তিনি ১৯৯৪ সালে আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন। চাকরিরত অবস্থায় ২০১০ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন। তদন্ত কমিটির কাছে তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন ফি জমার রসিদ, প্রশংসাপত্র ও নম্বরপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা সাভারের আশুলিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ভর্তি ফি জমাদানের রসিদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকার নীলক্ষেত কাটাবন। বিএড সনদ যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিটি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউজিসি প্রদত্ত ঠিকানা- বাড়ি ২১ (নতুন), রোড ৯/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯) পত্র পাঠায়। জবাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে দারুল ইহসান ট্রাস্ট) জানায়, আ. সালামের বিএড সনদ ও নম্বরপত্র ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্যু করা হয়নি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৮ সালের ১৫ মে জারি করা পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্কুলের বনশ্রী শাখায় সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে সালাম খান যোগদান করেন। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি অষ্টম গ্রেডে এমপিওভুক্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী তার বিএড সনদ বিধিসম্মত হয়নি। সনদটি যথাযথ না হওয়ায় সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগও বৈধ হয়নি।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, আ. সালাম খান তদন্ত কমিটির কাছে তার বিএড সনদ সম্পর্কে অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভুয়া বলে লিখিতভাবে দাবি করেছেন। তিনি সব ধরনের নিয়ম-কানুন পালন করে সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়ে অদ্যাবধি এমপিওভুক্ত আছেন। এ ব্যাপারে সালাম খান যুগান্তরকে বলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয় ভুয়া তা শিক্ষার্থীদের জানার কথা নয়। সরকারই ওই বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। বন্ধের আগে তিনি ডিগ্রি নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে অবশ্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, ২০০৬ সালের পর দারুল ইহসানের কোনো পক্ষের দেয়া সনদই বৈধ নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি মালিকপক্ষ দাবিদার আছে।

এ ব্যাপারে আইডিয়ালের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, অন্য প্রার্থীদের মতোই আ. সালাম খানের আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে নিয়োগ কমিটি নিয়োগ দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী তার নিয়োগ যথাযথ হয়েছে। নিয়োগ কমিটিতে একজন সরকারি প্রতিনিধিও ছিলেন।